দেশ সংবাদ

APR. 23 2005

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ ... ২ কলাম ... ৪ ....

শিক্ষার পরিমাণগত অগ্রগতি হয়েছে এখন গুণগতমান অর্জন করতে হবে

প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিমাণগত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে; তবে গুণগতমান সন্তোষজনক নয়।

তিনি একবিংশ শতাব্দীর উন্মুক্ত, স্বাধীন এবং জ্ঞান ও দক্ষতানির্ভর বিশ্বে বাংলাদেশের সম্মানজনক স্থান ধরে রাখার লক্ষ্যে অবিলম্বে পুরো শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতমান নিশ্চিত করার পদক্ষেপ ও পরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে সোমবার দুপুরে শেরেবাংলা নগরের বাংলাদেশ-চীন মিলনায়তনে 'সবার জন্য শিক্ষা' সপ্তাহ পালনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করছিলেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ. কে. এম দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব অধ্যাপিকা তাহমিনা হোসেন এবং জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী ইয়ার্গান লিসনার।

২০০০ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব শিক্ষা ফোরাম সম্মেলন। ওই সম্মেলনে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেও ২২ থেকে ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে. ওই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে সব শিক্ষার বুনিয়াদ। এ উপলব্ধি থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ উনিশ শতকের শেষ ভাগে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য শিক্ষা' অর্জনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব ঘোষণায়ও বাংলাদেশ সই করেছে। ওই ঘোষণার আলোকে সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রণয়ন করেছে। ডাকারে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করে মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা অর্জনে মেয়েদের পূর্ণ ও সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার যে ঘোষণা গৃহীত হয়, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে তা অর্জন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু পরিমাণগত নয়, এখন গুণগতমানের ওপর বেশি জোর দেয়া জরুরি। তা না হলে বাংলাদেশ একুশ শতকের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। সরকার এ সত্য উপলব্ধি করেছে এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়েছে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, ১৯৯০ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যে আন্দোলন শুরু হয়, বাংলাদেশে এসেও তার ঢেউ লাগে। তিনি বলেন, ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ। বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে বলে উপদেষ্টা উল্লেখ করেন।

শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে র‍্যালি

'সবার জন্য শিক্ষা' সপ্তাহের উদ্বোধনী দিনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে সোমবার সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

প্রধানমন্ত্রী ঃ শিক্ষা সপ্তাহ

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম এতে নেতৃত্ব দেন।

শোভাযাত্রাটি রোকেয়া সরণি হয়ে জাতীয় সংসদের উত্তর গেট দিয়ে পুনরায় দক্ষিণ প্লাজায় শেষ হয়। পরে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।